চেতনা

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

শারদীয় সংখ্যা ১৪২০

কাশ্মীর ঘুরে এলাম

ড° পরিমল কুমার দত্ত

"The best award in the technical section of the 46th session of the All India Oriental conference goes to Dr. Parimal Kumar Datta of Assam."

নাম ঘোষণার সাথে সাথেই হাজার হাজার দর্শক শ্রোতার হাত তালির আওয়াজে কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতখ্যাত কনফারেন্স হলটা ফেটে পড়ল। সমস্ত শরীরে শিহরণ ! নিজের কানদুটোকে বিশ্বাস করতে পারছি না ! পাশেই বসে আছে আমার স্ত্রী জ্যোৎস্না দত্ত ও আর্য্য বিদ্যাপীঠ কলেজের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপিকা শিপ্রা পাইক । জ্যোৎস্নার চোখে মুখে বিস্ময়ের ছাপ । শিপ্রা তো আনন্দে চিৎকার করে উঠল , " দাদা, আপনি উঠুন, যান ষ্টেজের দিকে, সবাই আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।" উঠে দাঁড়িয়ে চলতে শুরু করেছি । ডান দিকে তাকিয়ে দেখি কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, কর্মচারী, ছাত্র-ছাত্রীরা আমার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়াচ্ছে। আমিও সাড়া দিলাম । মাকালী, বৈষ্ণো দেবী ও ঠাকুর প্রণবানন্দজীর নাম স্মরণ করে এগিয়ে গেলাম সুসজ্জিত মঞ্চের দিকে । হলে ভিতর এবং ষ্টেজের উপরে যে সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বসেছিলেন সবাই অবাক হয়ে আমাকে দেখছেন ও হাততালি দিয়ে চলছেন । অবাক হবারই কথা।

আমার বাঁ হাত ভাঙা, প্লাস্টার করা ও ঝোলানো। এক মারাত্মক দুর্ঘটনায় ভেঙ্গে যাওয়া ও তিনবার অপারেশন করা বাঁ পা। খুব সতর্কভাবে ষ্টেজের উপরে উঠলাম । ভারতবিখ্যাত পণ্ডিতরা বসে আছেন ষ্টেজে । দুই একজন বিখ্যাত বৈদেশিক পণ্ডিতও সমাসীন । আছেন কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য । আজ তিন দিন ব্যাপী সমাবেশের সমাপ্তি অনুষ্ঠান । উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অসমের রাজ্যপাল জানকী বল্লভ পট্টনায়ক ।

মাঝে মাঝে হাততালি । আমি তখন ষ্টেজে । সভাপতি, মুখ্য অতিথি, উপাচার্য্য সবাই আমাকে দেখছেন। সবাই অবাক্ । ভাঙ্গা বাঁ হাতটা ঝুলছে । উপাচার্য্য আর থাকতে পারলেন না । আমাকে জিজ্ঞাসা করেই বসলেন, "কাশ্মীরে আসার পর আপনার এই অবস্থা হয়েছে ?" "না না আসামে থাকতেই হয়েছে । যেদিন কাশ্মীরের উদ্দেশে রওয়ানা দিব ঠিক তার আগের দিনেই হাতটা ভেঙ্গেছে। প্লাষ্টার করা অবস্থাতেই চলে এসেছি" জানালাম । " এত বড় রিস্ক নিয়ে কেন এসেছেন ?" আবার প্রশ্ন । " কাশ্মীর বলেই এসেছি । ছোটবেলা থেকেই স্বপ্ন দেখে এসেছি ভূস্বর্গ কাশ্মীরের । তার উপর বৈষ্ণোদেবীর দুনির্বার আকর্ষণ তো রয়েছেই । " উত্তর দিলাম । " বাঃ, কাশ্মীরের প্রতি এত টান আপনার ! এই ভাঙ্গা হাত নিয়ে কীভাবে এত উঁচুতে বৈষ্ণো মন্দিরে যাবেন ?" জানতে চাইলেন । " যেতে আমাকে হবেই । আমার সাথে আমার স্ত্রী জ্যোৎস্না দত্তও এসেছেন । উনি কিন্তু হাটতে পারছেন না । যেদিন বিকেল বেলা আমরা শ্রীনগরে পৌঁছেছি সেদিন অষ্টো অর্থরাইটেসে আক্রান্ত হয়ে উনি চলতে পারছেন না । ধরে ধরে নিয়ে এসেছি। সাথী অধ্যাপক অধ্যাপিকারা সাহায্য করেছেন সব সময়ই । স্ত্রীকেও নিয়ে যাব বৈষ্ণো মন্দিরে ", বললাম ।

" কী বলছেন ? এই ভাঙ্গা হাতে এসে best award ও একটা জিতে নিলেন । তার উপরে দুজনেই এ অবস্থায় বৈষ্ণো মন্দিরে যাবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন । সত্যি আমি অবাক হচ্ছি "। বিস্ময়ের সুর তার কথায় ।

" ঠিকেই বলেছেন স্যার্ । Shakespeare তার Hamlet নাটকে বলেছেন -"There are more things in heaven or earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy."

আমার এই দুর্লভ পুরস্কারের পিছনে রয়েছে মাকালী । আর তাঁরই অন্য রূপ হচ্ছে বৈষ্ণো দেবী । তাঁদের কৃপাতেই আমরা অবশ্যই বৈষ্ণো মন্দির দর্শন ও পূজা দিতে পারব ।" আমার কথার দৃঢ়তায় অবাক হয়ে উপাচার্য্য নিজের আসনে বসে পড়লেন ।

পুরস্কার নিয়ে নেমে এলাম ষ্টেজ থেকে। পরিচিত -অপরিচিত অজস্র মানুষের অভিনন্দন । সবচেয়ে উষ্ণ অভিনন্দন জানালেন কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, কর্মচারী, ছাত্র-ছাত্রীরা যাঁদের মধ্যে শতকরা ৯৫ ভাগই ছিলেন ইসলামধর্মাবলম্বী।

গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, আসাম বিশ্ববিদ্যালয় ও ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকেই অভিনন্দন জানালেন । ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অধ্যাপক - অধ্যাপিকাগণ স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন জ্ঞাপন করলেন ।

খবরটা কাশ্মীরের বাইরে যাওয়ার পরও অনেকেই আনন্দ প্রকাশ করলেন ফোনের মাধ্যমে । তাঁদের কয়েক জনের নাম উল্লেখ না করলে এই রচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে । পঙ্কজ দত্ত (বড় ভাই), পল্লব দত্ত (ছোট ভাই), ব্রজমোহন মণ্ডল (বন্ধু ও অধ্যাপক, মুর্শিদাবাদ), জয়দীপ দত্ত (ভাতিজা, মুম্বাই), সঙ্গীতা দত্ত (ভূপাল), বাবলী চোররীয়া (ছাত্রী কলকাতা), অধ্যাপক রাজেন শর্মা (গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়), অপরাজিতা দেবী (অধ্যাপিকা, খারুপেটীয়া কলেজ),তাপস রায় (শ্যালক, খারুপেটীয়া), প্রদীপ সরকার (ছাত্র, খারুপেটীয়া), তনুশ্রী মজুমদার (ছাত্রী, খারুপেটীয়া), চন্দ্রমা দেবী (অধ্যাপিকা, পাতিদরং), সরলা শেঠী (বোন, দিল্লী) চন্দন চক্রবর্তী (বন্ধু ও অধ্যাপক, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়)।

চারদিন ছিলাম শ্রীনগরে । কাশ্মীরের প্রাণকেন্দ্র এই শ্রীনগর। জম্মু-কাশ্মীরের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী শ্রীনগর ও শীতকালীন রাজধানী জম্মু । প্রায় সবকয়টি দর্শনীয় স্থানেই গিয়েছিলাম । জম্মুতে ৬২০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত বৈষ্ণোদেবীর মন্দিরও দর্শন করেছি।

শ্রীনগর বিমানবন্দরে পা রেখেই মাটিতে হাত দিয়ে প্রণাম জানিয়েছিলাম এই সেই কাশ্মীরকে । হাজার হাজার সাধকের সাধনাভূমি কাশ্মীর । লক্ষ লক্ষ পণ্ডিতের বাসভূমি কাশ্মীর । বিশ্বখ্যাত কবি সাহিত্যিকের জন্মভূমি কাশ্মীর। যীশুখ্রীষ্টের জীবনের শেষ বয়সের স্মৃতি বিজড়িত ভূমি কাশ্মীর । দেবী শারদার লীলাভূমি কাশ্মীর। বহু সুফী সাধকের প্রচার ভূমি কাশ্মীর । পর্যটকদের ভূস্বর্গ এই কাশ্মীর । শৈব সাধকের লীলাভূমি কাশ্মীর । আবার সন্ত্রাসবাদে জর্জরিত কাশ্মীর ।

অর্ধেক কাশ্মীর চলে গেছে পাকিস্থানের হতে। বাকি অর্ধেকের নাগরিকরা কী ভাবছেন বর্তমানে ? এই প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্য আমি অনেকের সাথেই কথা বলেছি । এপ্রসঙ্গে যাবার আগে কাশ্মীরীদের অতিথেয়তা সম্পর্কে না বললে নিজেকে অপরাধী মনে হবে ।

প্রায় চার হাজার অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের এই সমাবেশে সুরক্ষা, খাওয়া-দাওয়া, থাকার বন্দোবস্ত, দর্শনীয় স্থান দেখানো ইত্যাদি সমস্ত বিষয়েই কাশ্মীরী ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, কর্মচারী, সুরক্ষাকর্মী, চিকিৎসকরা যথাসাধ্য করেছেন । কোনো ত্রুটি নজরে পড়ে নি । দিনে রাতে শ শ স্বেচ্ছাসেবীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন অতিথিদের আপ্যায়নে ।

ব্যক্তিগত ভাবে আমি ওঁদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ। আমার স্ত্রীর জন্য ওরা যা করেছেন তা চিরস্মরণীয় । আমি পুরস্কার পাবার পর ওঁরা যেভাবে আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন তা কোনোদিনেই ভোলার নয় ।

যে কথা বলার জন্য এই ভূমিকার অবতারণা এবারে সেকথাই বলছি । বেশীর ভাগ লোকই নিজেদের ভারতের স্বাধীন নাগরিক হিসাবে মানতে পারেন না ।

কেন ? কাশ্মীরের জন্য সংবিধানে বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। কাশ্মীরের লোকেরা কতগুলো বিশেষ সুবিধা পান যেগুলো ভারতের অন্য প্রদেশের নাগরিকরা পান না । তবুও ওরা অনেকেই নিজেদের ভারতীয় ভাবতে ইতস্তত করেন । অনেকেই সোজাসুজি বলছেন যে ওঁরা ভারতের নাগরিকত্ব স্বীকার করেন না । অনেকেই পাকিস্তানের প্রতি নিজেদের দুর্বলতা প্রকাশ করছেন ।

দ্বিতীয় দিনের সন্ধ্যায় দাঁড়িয়েছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য প্রবেশ দ্বারের বিপরীত দিকে । কথা হচ্ছিল ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েরই ইংরাজী বিভাগের এক ছাত্রের সাথে । সেদিন পাকিস্থান ক্রিকেট ম্যাচে জিতেছিল । রাস্তার উপরে কয়েকজন যুবক বাজি ফোটাচ্ছে ও উল্লাসে ফেটে পরছে ।

"পাকিস্তান জিতেছে তাই আনন্দে বাজি ফোটছে। ভারতের প্রতি এদের চরম ঘৃণা । তারই বহিঃপ্রকাশ এগুলো।" ব্যাখা করলেন সেই ছাত্র ।

"আপনি একজন সচেতন নাগরিক । এরা যে ঠিক করছে না বলে আপনার একবারও মনে হয় না?" জিজ্ঞেস করলাম।

"মনে হবে কেন আমাদেরও যে সমর্থন রয়েছে। আমরা কাশ্মীরীরা কী অবস্থায় আছি দেখছেন কি ? এখানে সাধারণ কাশ্মীরী নাগরিকের চেয়ে সেনা-পুলিশের সংখ্যা বেশী বলে মনে হয় । রাস্তা-ঘাট, স্কুল-কলেজ-ইনিভারসিটি, দোকান-পাট, অফিস-হোটেল সর্বত্রই পুলিশ-সেনা । অন্যায়ের প্রতিবাদ করলেই পাকিস্থানের সমর্থক বানিয়ে দেওয়া হয় । আমরা কাশ্মীরীরা কোনদিনেই ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না । কাশ্মীর চিরদিনই স্বাধীন ছিল । কাশ্মীরের রাজা হরি সিং ভারত সরকারের সাথে চুক্তি করে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য হিসেবে কাশ্মীরকে অন্তর্গত করেছিলেন । কাশ্মীরের সাধারণ লোকদের কোনো মত নেন নি । সেজন্য আমরা বারে বারে গণভোট চেয়েছি । ভারত সরকার রাজি নয় । আমরা স্বাধীন কাশ্মীর চাই । না আমরা ভারতে থাকতে চাই, না আমরা পাকিস্থানে থাকতে চাই । আমরা দীর্ঘদিন ধরেই স্বাধীন কাশ্মীরের স্বপ্ন দেখে আসছি । এটা ঠিক একটা বৃহদংশ পাকিস্থানের দিকে যেতে চাইছে । তাই বলে সব কাশ্মীরীরা নয় ।" একটু থামলেন।

"আপনারা স্বাধীন হলেও রাখতে পারবেন না । পাকিস্থানের অধীনেই যেতে হবে । তখন কী করবেন ?" আমি জিজ্ঞেস করলাম ।

আমার প্রশ্ন শুনে উনি যথেষ্ট বিরক্ত । "কাশ্মীর চিরদিনই স্বাধীনতাপ্রিয় । তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম যে কাশ্মীর পাকিস্থানের অধীনে চলে গিয়েছে । কিন্তু পাকিস্তানও আমাদের দাবিয়ে রাখতে পারবেন না । আমরা কাশ্মীরকে স্বাধীন করবই।" জোর দিয়ে বললেন ।

"ভারত সরকার এত সহজে ছেড়ে দিবে না । কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ । এখানের মানুষও ধীরে ধীরে বুঝতে পারবে । যাতায়াত ও যোগাযোগের ব্যবস্থার উন্নতি হচ্ছে । অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কার্য্যসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে । হাজার হাজার বছর ধরে ভারতের সংস্কৃতির সঙ্গে কাশ্মীর জড়িয়ে আছে । এত সহজেই কি বিচ্ছিন্ন হাওয়া যাবে ?" প্রশ্ন করলাম ।

"ভবিষ্যতের ইতিহাসই এর উত্তর দিবে । চলুন যাই কনফারেন্স হলে । সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়েছে । দেখছেন তো এত হাজার হাজার লোকের সমাগম হয়েছে । কিন্তু সমস্ত কাশ্মীর উপত্যাকায় এই কয়েকদিন ধরে কোনো গণ্ডগোল হয়নি । উগ্রপন্থীরা কখনই কাশ্মীরের অতিথিদের উপর হামলা করে নি । এখনও করবে না সমাবেশ শেষ না হওয়া পর্যন্ত । কাশ্মীরের এত পুলিশ-সেনার সমাগমেই আমাদের ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে । আমাদের মনে হয় - সত্যই কি আমরা ভারতের স্বাধীন নাগরিক ?" কথা শেষ করে ধীরে ধীরে চলতে লাগলেন। নীরবে আমিও তাকে অনুসরণ করলাম ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ-অধ্যাপিকা ইন্দিরা শইকিয়া বরা । (প্রাগজ্যোতিষ কলেজ), শ্রী তপন শইকিয়া বরা, অধ্যাপিকা অঞ্জলি দেবী (প্রাগ্‌জ্যোতিষ কলেজ), শ্রী জ্যোতিষ্মান শর্মা, অধ্যাপিকা শিপ্রা পাইক, শ্রী প্রদীপ পাইক, ও কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, ছাত্র-ছাত্রী, কর্মচারী, চিকিৎসক, আরক্ষী ।

জম্মু-কাশ্মীরের প্রধান দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে তারকা চিহ্নিত জায়গাগুলোতে যেতে পেরেছিলাম বিভিন্ন লোকের সহায়তায় ।

* কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয় * হজরতবাল মসজিদ * শালিমার বাগ * নিশীতবাগ * চশম শাহী * ডাল লেক্ * জামা মসজিদ * গুলমার্গ * পহেলগাম * বৈষ্ণোদেবী মন্দির, অমরনাথ * ক্ষীর ভবানীর মন্দির ।

* মধুরতম জলের জন্য চশম শাহী বিশ্ববিখ্যাত ।

বিশেষ তথ্য -

বৈষ্ণোদেবী ও অমরনাথ দর্শনার্থীরা জম্মুর ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে উঠতে পারেন । অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্য অবস্থিত এই আশ্রমে থাকা ও খাওয়ার সুন্দর ব্যবস্থা আছে ।

****

With Best Compliments from.....

SHYAMSUNDAR

Bastralaya

ALL TYPES OF SHARI, LADIES, GENTS & KIDS' DRESS AVAILABLE HERE.

PROP. TARUN SAHA

MOBILE NO : - 9435535232

Daily Market, Kharupetia (Assam)